OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 143 - 148
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 143 - 148
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

হাসান আজিজুল হকের গল্প : ক্রোড়বিচ্যুত চিত্তের রক্তাক্ত ইশতেহার

মোঃ তাজুল ইসলাম
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ
ও
গবেষক, বাংলা বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
Email ID : islammd.tazul20@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
ক্রোড়বিচ্যুত, দেশভাগ, দ্বিজাতিতত্ত্ব, বিপর্যয়, দুই বাংলা, যাপিত জীবন।

Abstract

রবীন্দ্রত্তোর বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রাণপুরুষ হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-২০২১)। বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ ঘটে বিশ শতকের ষাটের দশকে। রচনারীতিতে স্বকীয়তা আর সুতীব্র মানবতাবোধের মেলবন্ধন দেখা যায় তাঁর বেশিরভাগ রচনার শরীর জুড়ে। এরই প্রতিফলন হয়েছে তাঁর ছোটগল্পগুলোতে। হাসান আজিজুলের গল্পে সমাজ ও জীবন সম্পর্কিত অতিরঞ্জন নয় বরং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর রচনা সম্ভার। সমাজের ক্ষয়ে যাওয়া নিষ্প্রভ, সম্ভাবনাহীন, পরাজিত মানুষগুলোর জীবন তুলে ধরাই তাঁর গল্প ভুবনের প্রধান অনুষঙ্গ। শৈশব-কৈশোর না পেরুতেই প্রত্যক্ষ করেছেন দেশভাগের মতো মর্মভেদি ঘটনা, দুই বাংলার মানুষের দেশত্যাগের বেদনা, স্বাধীনতা যুদ্ধ ও যুদ্ধপরবর্তী মানুষের চাওয়া-পাওয়ার অসামঞ্জস্যতা, দেখেছেন রাঢ়বঙ্গের মানুষের জীবনচিত্র। ফলে তাঁর গল্পের জগৎ নির্মিতিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ফেলেছে এসব বিষয়। বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাঁর গল্পগুলো পেয়েছে নানান মাত্রা। রাঢ়বঙ্গের জীবন বাস্তবতা বিষয়ক ছোটগল্প, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-দেশভাগ বিষয়ক ছোটগল্প, মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী জনমানসের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন বিষয়ক ছোটগল্প, সামাজিক অবক্ষয়পীড়িত মানুষের নৈতিক ¯খলন বিষয়ক বহুমাত্রিক ছোটগল্পসম্বলিত গল্প ভুবন থেকে নির্দিষ্ট কিছু গল্প যেমন – 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' এবং 'খাঁচা' - গল্প দুটিতে ক্রোড়বিচ্যুত অর্থাৎ শেকড়হারা মানুষগুলোর যাপিত জীবনে এর প্রভাব কত বেদনাবিধুর ও হৃদয়ের ক্ষত কত গভীর তারই স্বরূপ উন্মোচন এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 143 - 148
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

ধর্মকে পুঁজি করে ও দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে দেশভাগের মতো মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে। ফলে আলাদা সীমারেখা বরণ করতে হয় দুই বাংলার মানুষকে। সেরিল রেডক্লিফের (১৯৪৭) অদূরদর্শী তুলির আঁচরে বিভক্ত হয়ে যায় এপার বাংলা-ওপার বাংলার সামষ্টিক অস্তিত্ব। এপার বাংলার সনাতন বিশ্বাসীদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জান-মালের নিরাপত্তার স্বার্থে শেকড়বিচ্যুত হয়ে চলে যেতে হয় ওপার বাংলায় (পশ্চিম বাংলা)। ঠিক একই ঘটনা ঘটে ওপার বাংলার মুসলিম জনসমষ্টির ক্ষেত্রে। দেশের, মা-মাটির মায়ার চিরকালীন বাধঁন ছেড়ে যাত্রা ঘটে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। নাটক, গল্প, উপন্যাস, ছোটগল্প কিংবা কবিতায় বিভিন্নভাবে এর প্রসঙ্গিকতা উঠে এসেছে। কিন্তু খুব কম লেখকের লেখায় আমরা এর প্রত্যক্ষ ছায়াপাত দেখতে পাই। হাসান আজিজুল হক সেই ব্যতিক্রম লেখকদের মধ্যে অন্যতম যিনি দেশভাগের রক্তাক্ত ক্ষতের উপর দাঁড়িয়ে শৈশবের মাটি-মায়ার ঘ্রাণকে ম্লান হতে দেখেছেন। রক্তাক্ত হয়েছে তাঁর অন্তকরণ -

> "দেশভাগ নিয়ে একটির পর একটি গল্প বা দীর্ঘ উপন্যাস লেখা আমার দায়িত্ব ছিল, কিন্তু কোনোদিন সে পথ এগোনোর সাহস বা সংকল্প সংগ্রহ করতে পারলাম না। তবে বুকের পাঁজর ফাটিয়ে দীর্ঘদিনের ব্যবধানে একটি দুটি করে গল্প বেরিয়ে এসেছে। ঠিক যেন করাতকলে হৃৎপিÐ-চেরাই হচ্ছে এরকম তীব্র কষ্টের সব মুহূর্তে এক একটি গল্প লেখা হয়েছে।"[১]

তাঁর এ মন্তব্য থেকে খুব সহজেই লেখকের হৃদয়ের সংবেদনশীল অনুভূতির কথা উপলব্ধি করা যায়।

আত্মজা ও একটি করবী গাছ (১৯৬৬) যেন সেই সংবেদনশীল চিত্তের এক জ্বলন্ত উদাহরণ। গল্পে দেশভাগের ফলে শেকড়চ্যুত মানুষের তীব্র যন্ত্রণাময় প্রতিধ্বনি আর বেঁচে থাকার আকুল আবেদন প্রকাশিত হয়েছে গল্পের পরতে পরতে। চরিত্রগুলোর মধ্যে ফুটে উঠেছে তারই প্রত্যক্ষ প্রভাব। তেতাল্লিশের মন্বন্তর (১৯৪৩), হিন্দু-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতায় দেশভাগের (১৯৪৭) প্রভাব মানুষের সহজাত বেঁচে থাকাকে কতটা গ্লানিময় ও স্খলিত করে তুলেছিল তারই বাস্তব প্রতিবিম্ব গল্পের তিন যুবক-সুহাস, ফেকু আর ইনাম এবং বৃদ্ধ ও তার পরিবার। দেশভাগের ফলে বাস্তুচ্যুত মুসলিম পরিবারটির ওপার থেকে এপার বাংলায় এসে অসহায় ও ক্লেদাক্ত জীবনযাপনের দুঃখবোধ যেন পাঠকের চিত্তেও বিষাদরেখায় অঙ্কিত হয়। গল্প পাঠের শুরুর দিকে পাঠক যেন কোনোভাবেই বুঝতে পারেন না তিন যুবক গল্প করতে করতে আসলে কী উদ্দেশ্য নিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। ফেকুর পকেটমারের গল্প, সুহাসের মামার বিয়ের গল্প এবং ইনামের স্কুল ত্যাগের গল্প-তিনটি বিচ্ছিন্ন গল্প যেন অসংলগ্ন এক গল্পের কথকতা হয়ে পারম্পার্য রক্ষা না করেই যে যার মতোই বলে যেতে থাকে।

> "করবটা কী কতি পারিস? লেহাপড়া শিখলি না হয় -। লেহাপড়ার মুহি পেচ্ছাপ-ইনাম বলল। আবার অসহ্য লাগল ওর। তাহলি-ফেকু ভেবেচিন্তে বলল, উঁচো জায়গায় দাঁড়োয়ে সবির ওপর পেচ্ছাপ। কাজ কোয়ানে? জমি নেই খাঁটি, ট্যাহা নেই ব্যাবসা করি-কী কলাডা করবানে?"[২]

আপাত দৃষ্টিতে তিন যুবকের গল্পকে খাপছাড়া মনে হলেও তাদের কথপোকথনের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে নির্মম সমাজবাস্তবতার ক্লেদাক্ত রূপটি। যে রূপটি একটি রাষ্ট্রের মৌলিক অধিকার তথা শিক্ষা বঞ্চিত হওয়া যুবকদের নৈতিক স্খলনকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। গল্পের একটু সামনে এগুলেই নৈতিক স্খলনের এই রূপটি আরো তীব্রভাবে ধরা দেয় –

> "আজ না আসলিই হতো - সুহাস অভিযোগ করতে থাকে, ভয় করতিছে আমার। ফেকু ভ্যাংচায়, ভয় করতিছে, কচি ছ্যামরা, দুদু খাবা। সুহাস বলেই চলে, বুড়োরে দেখলি আমার ভয় করে। একবার মনে হয় মরে যাবেনে এহুনি, একবার মনে হয় আমাদের সব কডারে খুন করবেনে।"[৩]

ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে গল্পের মূল প্লট। তিন যুবক যে বাড়ির সামনে থামে সেই বাড়ি থেকে এক বৃদ্ধ বের হয়ে আসে, দুটো শুকনো পা এসে দাঁড়ায় করবী গাছের কাছে। যে বৃদ্ধ ও তার পরিবার দেশভাগের ফলে ক্রোড়বিচ্যুত হয়ে উদবাস্তু জীবনের ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে অথবা মানতে বাধ্য হয়েছে। ঠাণ্ডায় বাইরে না দাঁড়িয়ে ফেকু, ইনাম ও সুহাসকে ভেতরে যেতে বলে বৃদ্ধ। দেশ ছেড়েছে যে তার ভেতর-বাইরে নেই। সব এক হয়ে গেছে।[৪] দুটো টাকার বিনিময়ে বৃদ্ধ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 143 - 148
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তার আত্মজার সম্ভ্রমকে যেন বিকিয়ে দেয় ছেলেদের কাছে। পরিবার নিয়ে কেবল বেঁচে থাকাই অর্থবহ হয়ে উঠেছে, বাকিসব যেন অর্থহীন। এই গ্লানিময় বেঁচে থাকার স্বরূপ যে কতটা বেদনা মথিত তার বাস্তব দৃষ্টান্তই যেন উঠে এসছে বুড়োর গল্পে –

> "এখানে না খেয়ে মারা যেতাম তোমরা না থাকলে বাবারা! ছেলেমেয়েগুলো তোমাদের কী ভালোই না বাসে! এই দ্যাখো না, বড় মেয়েটা, রুকু এখন চা করতে যাচ্ছে তোমাদের জন্য।"[৫]

এই চা খাওয়ানোর ব্যাপারটা নিছক একটা বাহানা। আসলে যুবকেরা থাকলে হয়তো কন্যার সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্থ লাভের পথ সুগম হবে ভেবেই চায়ের কথা বলে বৃদ্ধ। অবশেষে ফেকু আর সুহাস মিলে টাকা দেয় এবং দুজনেই বৃদ্ধে কন্যার কাছে যায় জৈবিক লালসা নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে। এদিকে বৃদ্ধ ইনামকে ডাকে গল্প করার ছলে। গল্পের তীব্রতার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে বুড়োর শ্লেষাযুক্ত কাশি। আর সেই সাথে জীবন-জগৎ সমস্তটাই অসহনীয় হতে থাকে। বিষবাষ্প পান করে বেঁচে থাকার অসহনীয় গ্লানি যেন ছেয়ে যায় বুড়োর অন্তর জুড়ে –

> "বুড়ো গল্প করছে...আমি যকন এখানে এলাম, হাঁপাতে হাঁপাতে, কাঁপতে কাঁপতে সে বলছে, বুঝলে যখন এখানে এলাম- আমি একটা করবী গাছ লাগাই... তখন হু হু করে কেঁদে উঠল, চুড়ির শব্দ এলো, এলোমেলো শাড়ির শব্দ আর ইনামের অনুভবে ফুটে উঠল নিটোল সোনারঙের দেহ-সুহাস হাসছে হি হি হি- আমি একটা করবী গাছ লাগাই বুঝলে? বলে থামল বুড়ো, কান্না শুনল, হাসি শুনল, ফুলের জন্য নয়, বুড়ো বলল বিচির জন্যে, বুঝেছ, করবী ফুলের বিচির জন্যে। চমৎকার বিষ হয় করবী ফুলের বিচিতে। আবার হু হু ফোঁপানি এল-আর এই কথা বলে গল্প শেষ না করতেই পানিতে ডুবে যেতে, ভেসে যেতে থাকল বুড়োর মুখ-প্রথমে একটা করবী গাছ লাগাই তুমি বুঝেছ আর ইনাম তেতো তেতো- এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন কাঁদতিছ?"[৬]

জীবন ধারণের এমন নির্মম বাস্তবতা যেন বৃদ্ধের রোপিত করবী গাছের প্রতীকী ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত বহন করে। কন্যার দেহ বিক্রির টাকায় যে জীবন বেঁচে অছে তা যেন বিষপানে নীলকণ্ঠ হওয়ার মতোই মর্মভেদি! বুড়োর বেঁচে থাকা আর যুবকদের কথকতা যেন সমাজের ক্ষতকেই চিহ্নিত করে।

> "অনাকাঙ্ক্ষিত দেশভাগ পিতা ও মেয়ের জীবনকে দাঁড় করিয়েছে এক বিমূঢ় অভিজ্ঞতার সামনে। দেশভাগে তাদের কোন হাত নেই, কাঙ্ক্ষিতও ছিল না। গল্পে রাজনীতির আবরণ প্রচ্ছন্ন আবরণ মাত্র কিন্তু গল্পটি পড়া শেষে মনে হয় প্রবল রকমের একটি রাজনৈতক গল্প। ব্যক্তি বিশেষ বা পরিবার বিশেষের হলেও দেশভাগের ফাঁদে পড়া সকল উদ্বাস্তু মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে গল্পের পাত্র-পাত্রীরা। এটি শুধু একটি করবী গাছের গল্প নয়, অসংখ্য উদ্বাস্তু প্রাঙ্গনের করবী গাছের গল্প।"[৭]

খাঁচা (১৯৬৭) গল্পেও দেশভাগের ফলে ক্ষয়ে যাওয়া জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে এনেছেন হাসান আজিজুল হক। সরোজিনী-অম্বুজাক্ষ দম্পতি দেশ (তৎকালীন পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান) ছেড়ে যাবে যাবে করেও শেষ পর্যন্ত আর যেতে পারেনি। দেশভাগের ফলে একটি মুসলিম পরিবারের সঙ্গে বাড়ি বদল করে ইন্ডিয়া চরে চলে যাবার আশায় আশায় দিন গুনতে থাকে তারা। বিনিময়ের বন্দোবস্ত করতে গেলে মুসলমান লোকটির সাথে অম্বুজাক্ষের কথোপকথনে আরো কিছু বিষয় স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে –

> "...আপনি এসে নতুন করে পত্তন করুন না। আমরা কী আর আছি এখানে? এ বাড়িতে আমরা একরকম মরেই গেছি বলতে পারেন। কেন যাচ্ছেন? ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন। আপনারা কেন আসছেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম উল্টো।"[৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 143 - 148
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিজ দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক দুরবস্থার প্রভাব যেন পরিবারটির অর্থনৈতিক দীনতা, অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার সংশয় ও সেই সাথে তীব্র মনস্তাত্ত্বিক টানাপড়েনসহ যাবতীয় সমস্যার মূল কারণ। এই সত্যটি যেন এপার বাংলা-ওপার বাংলা দুই বাংলার জন্যই নির্মমভাবে সত্য। তৎকালীন ভারত-পাকিস্তানের হিন্দু কিংবা মুসলিম কেউই এই রাজনৈতিক হঠকারী সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি কিন্তু মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। জীবন যেন স্থবিরতার কাছে বারবার হার মেনে যাচ্ছে। হয়তো স্থানান্তর ঘটলে জীবনে গতি আসবে এই প্রত্যাশা মনে মনে জিইয়ে রাখে-এমন হয়েছে আজকাল যে চুল-নখ বড় হলে মনে হয় একেবারে সেখানে গিয়ে কাটাব।[৯]

কিন্তু শেষপর্যন্ত আর দেশ ত্যাগ করে যাওয়া হয় না তাদের। ততদিনে অবশ্য পরিবারের ভেতরে ঢুকে গেছে বিচ্ছিন্নতাবোধ। চোখের সামনেই সাপের কামড়ে প্রাণ চলে যায় বড় ছেলে অরুণের, বাবা কালীপ্রসন্ন পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে জীবনের পরাজয় মেনে নেন। ছেলেকে অনুরোধ করেন যেন নিজ হাতে মেরে ফেলে!

> "মানুষ নিজের ইচ্ছায় মরতে পারে না হিরণ (অম্বুজাক্ষ), তবে নিজেকে মেরে ফেরা যায় ইচ্ছে করলে। আমাকে মেরে ফেল বাবা, তোর পায়ে পড়ি, তোর ভালো হবে- আমি আর্শীবাদ করবো তোকে।"[১০]

জীবনের বোঝা কত ভারি হয়ে এলে মানুষ নিজ ছেলেকে অনুরোধ করে নিজেকে মেরে ফেলতে তা বুঝতে খুব বেশি শাস্ত্রীয় জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। দুঃখবোধ, হতাশা, অপ্রাপ্তি সবই যেন জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছে। ধীরে ধীরে নিজেদের মরতে দেখার চেয়ে যেন একেবারে মরে যাওয়াই ভালো মনে হচ্ছে কালীপ্রসন্নের কাছে। বাড়ির দেয়ালের পলেস্তারা খসে পরা যেন পরিবারটির বিপন্নতাকেই ইঙ্গিত দেয়। জীর্ণ-শীর্ণ বাড়িটি যেন দিন দিন বসবাসের অযোগ্য হতে থাকে তবুও নিজ বাড়ি-নিজের শেকড়ের টান যেন নিজেরই অস্তিত্বের টান। অথচ তাদের কিছু করারও নেই। এই না থাকার যন্ত্রণাই যেন খাঁচায় বন্দি থাকা পোষা পাখিদের জীবনের সাথে তুলনা করা যায়। আর তাই হয়তো গল্পের নামের সাথে সরোজিনী-অম্বুজাক্ষ পরিবারের জীবনের বোধ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সিদ্ধান্ত বদল ঘটে অম্বুজাক্ষের। অম্বুজাক্ষ শেকড় ছেড়ে যেতে পারেনি কিন্তু মনের দিক থেকে বাস্তুচ্যুতি ঘটে গেছে ঠিকই –

> "খবরাখবর যা পাচ্ছি তাতে মনে হয়, এখানে তবু খেতে পাচ্ছি দুমুঠো-সেখানে লোকজন শুকিয়ে মওে যাচ্ছে। ...কোথাও যাব ভাবতেই ভালো-যাওয়া ভালো না। তাই না? এতদিন যাব যাব করে কাটালাম। এখন যেতে হবে না ভেবে দেখি কেমন লাগে।[১১]

সমগ্র সত্ত্বাকে উৎপাটন করে মাতৃভূমি ত্যাগ যে কতটা কঠিন এবং অনিশ্চিত হয়ে উঠতে যাচ্ছে সেই বাস্তবতা অম্বুজাক্ষ ঠিকই অনুমান করতে পেরেছিল আর তাই হয়তো সে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু আকস্মিক এমন সিদ্ধান্ত তার স্ত্রী সরোজিনীর মোটেও ভালো লাগেনি। রাগে অম্বুজাক্ষের সেতারটি ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলে –

> "দেশত্যাগের মাধ্যমে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার সামান্য যে প্রত্যাশা বা স্বপ্ন জেগেছিল, তার অপমৃত্যু ঘটেছে বলে সরোজিনীর এই উন্মাদনা। সরোজিনীর আক্রমণের মুখে অম্বুজাক্ষের 'আমাকে নয়, আমি নই' চিৎকার দেশভাগের ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসে।"[১২]

একটা ভুল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কীভাবে রাষ্ট্রের বসবাসকারী মানুষের সাদামাটা জীবনকে নারকীয় যন্ত্রণায় উপনীত করে তার বাস্তব সাক্ষী উপরে উল্লেখিত গল্প দুটির প্রত্যেকটি চরিত্র। ফেকু, ইনাম, সুহাসের প্রগলভ জীবন, আত্মজা রুকুর দেহ বিক্রির টাকায় বেঁচে থাকা বৃদ্ধের যন্ত্রণাময় আর্তচিৎকার, সেতারের করুন সুর তোলা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক অম্বুজাক্ষ, উন্মাদ সরোজিনী, হঠাৎ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত কালীপ্রসন্ন সবাই যেন একটা বিপন্নতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যে বিপন্নতা সৃষ্টি হয়েছে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের কারণে। এরা সবাই যেন ১৯৪৭ সালে বিভক্ত হওয়া জনগণেরই প্রতিনিধিত্ব করে চলেছে। বাহ্যিকভাবে কেউ রক্তাক্ত হয়নি ঠিকই কিন্তু উদ্বাস্তু জীবনের যে অনুভূতি তা প্রত্যেক চরিত্রের অন্তরে যে রক্তক্ষরণের স্রোতধারা বয়ে চলেছে তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। *আত্মজা ও একটি করবী গাছ* গল্প প্রসঙ্গে বিশ্বজিৎ ঘোষের মন্তব্যটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 143 - 148
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "কেশো-বুড়ো উদ্বাস্তু মানুষ, দেশ-ছাড়া অসহায় এক পিতা। চরিত্রসমূহের ভাষা থেকে বোঝা যায় এদের বাস উত্তরবঙ্গে। পক্ষান্তরে কেশো-বুড়ো শুকনো-দেশ থেকে এসেছে সে অঞ্চল। বোঝা যায় দেশ-বিভাগের পটভূমিতে লেখা এই গল্প। দেশ বিভাগ মানুষকে বাংলার জনসাধারণকে যে ভাবে বিপন্ন উন্মুলিত-লাঞ্ছিত করেছে, তারই যেন প্রতীকী রূপ কেশো-বুড়ো।"[১৩]

শেকড়হীনতার যন্ত্রণা মানব জীবনকে ক্রমেই করবী গাছের বিষাক্ত বিষের সাথে মিলিয়ে দেয় আবার কখনো বা খোলা আকাশের পরিবর্তে সংকীর্ণ জীবন যাপনে বাধ্য করে তোলে। করবী ফুলের গাছ লাগানো বুড়ো কিংবা খাঁচার মতো বাড়িতে বাস করা বন্দি অম্বুজাক্ষ পরিবার যেন সেই যন্ত্রণায় পিষ্ট হয়ে যাওয়া হাজার হাজার মাতৃভূমির ক্রোড়বিচ্যুত মানুষেরই প্রতিনিধিত্ব করে। লেখক হাসান আজিজুল হকও তাদের মতো শেকড়চ্যুত হয়েছেন শৈশবে। আর এই কারণে তাঁর আত্মজা ও একটি করবী গাছ এবং খাঁচা গল্প হয়ে উঠেছে ক্রোড়বিচ্যুত চিত্তের রক্তাক্ত ইশতেহার হয়ে ফুটে উঠেছে। আর তাই –

> "দেশভাগ-দেশত্যাগে মানুষকে যখন হাজারে হাজারে, লাখে লাখে ভিটেমাটি থেকে উৎৎখাত হয়ে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুতে পরিণত হতে হয়েছে- আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসের বৃহত্তম বেদনা ও যন্ত্রণার কথা কেউ লেখেননি।"[১৪]

হাসান আজিজুল হক যেন তাঁর সুনিপুণ তুলির আঁচরে সে কথাই লিখে গেছেন তাঁর কথাসাহিত্যের শরীর জুড়ে।

ভিন্ন আঙ্গিকের অভিন্ন বেদনার করুন সেতার ধ্বনি হয়ে উঠেছে তাঁর *আত্মজা ও একটি করবী গাছ* এবং *খাঁচা* গল্প দুটি যা বাংলা কথাসাহিত্যের ভুবনে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের বাস্তবতা যেখানে গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে এক অনবদ্য আখ্যানে রূপান্তরিত হয়েছে।

Reference:

১. হক, আজিজুল, 'প্রসঙ্গ কথা', দেশভাগের গল্প, জুলাই ২০১৪ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ১৮
২. হক, আজিজুল, শ্রেষ্ট গল্প, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, বাংলামোটর, ঢাকা, পৃ. ১০৫
৩. তদেব, পৃ. ১০৬
৪. তদেব, পৃ. ১০৭
৫. তদেব, পৃ. ১০৮
৬. তদেব, পৃ. ১০৮
৭. আনোয়ার, চন্দন, *হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্য : বিষয়বিন্যাস ও নির্মাণ কৌশল*, নভেম্বর ২০১৫, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৬
৮. হক, আজিজুল, শ্রেষ্ট গল্প, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, বাংলামোটর, ঢাকা, পৃ. ১৪৯
৯. তদেব, পৃ. ১৪৯
১০. তদেব, পৃ. ১৫১
১১. তদেব, পৃ. ১৫৩
১২. আনোয়ার, চন্দন, *হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্য : বিষয়বিন্যাস ও নির্মাণ কৌশল*, নভেম্বর ২০১৫, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৫০
১৩. ঘোষ, বিশ্বজিৎ, ছোটগল্পের শিল্পরূপ: আত্মজা ও একটি করবী গাছ 'গল্পকথা', মাঘ ১৪১৮, ফেব্রুয়ারি ২০১২, বর্ষ ২, সংখ্যা ৩, পৃ. ৭১
১৪. সিকদারের, অশ্রুকুমার, ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য, ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২১

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 143 - 148
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Bibliography:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হিন্দুমুসলমান, কালান্তর, পৌষ ১৩৫৫(পরিবর্ধিত সংস্করণ), কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

তপোধীর ভট্টাচার্য, কথাপরিসর বাংলাদেশ, ডিসেম্বও ২০১৭, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশভাগ-দেশত্যাগ, ১৯৯৪, কলকাতা, অনুষ্টুপ।

সানজিদা আখতার, *বাংলা ছোটগল্পে দেশবিভাগ (১৯৪৭-১৯৭০)*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০২।

উদয়চাঁদ দাশ (সম্পা), দেশবিভাগ ও বাংলা আখ্যান, কলকাতা, দিয়া পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ মে ২০১৬।